স্যার,  আমাদের প্রজেক্ট ছিল টার্ম রেজিস্ট্রেশনকে অনলাইন করা। শুধুমাত্র অলসতার কারণে আমরা কাজটাকে পুরোপুরি প্রফেশনালি করতে পারিনি ☹

*) প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য ছিল, পুরো কাজটাকেই অনলাইনের মাধ্যমে নিয়ে আসা। আইডি, পাসওয়ার্ড দিয়ে স্টুডেন্ট লগইন করবে, টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পেই করা হবে। প্রবেশপত্র, মানি রিসিপ্ট, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ডাউনলোড করে যথাস্থানে জমা দিয়ে আসবে।

*) কিন্তু আপনি বললেন, ব্যাংকের কাজটা বাদ দিতে। কিন্তু আমরা করবোই বলেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল, কাজটাকে রিয়েলিস্টিক করতে হলে ব্যাংকের কাজটা বাদ দিতেই হবে। (অন্যান্য ভার্সিটিতে কাজটাকে ম্যানুয়্যালিই করতে হয়।)

*) রেজিস্ট্রেশন ফর্মে প্রোভস্টের স্বাক্ষর লাগে। আমরা যা করবো ভাবছিলাম, সেটা ছিল, হলের ডেটাবেইস থেকে স্টুডেন্টের টাকার ডেটা গুলো নিয়ে আসবো। ফলে হবে কি, একাডেমিক মানি রিসিপ্ট এবং হল মানি রিসিপ্ট ডাউনলোড করে টাকা পেই করে আসবে। এবং হলের টাকা পেই হলে অ্যাডমিন ব্যালেন্স (জরিমানা + হল ফি) ক্লিয়ার করবে এবং রেজিস্ট্রেশন ফর্মে প্রোভস্টের স্বাক্ষর আর লাগবেনা। এইজায়গায় ভেরিফাইড লেখাটা দিয়ে দিতে পারি।

*) ব্যাংকের কাজ শেষ, সো স্টুডেন্ট এখন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আর প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার যোগ্য। ডাউনলোড করে একাডেমিক সেকশানে জমা দিয়ে আসবে।

*) আগে যেখানে ১) হল থেকে একটা মানি রিসিপ্ট (আবাসিক স্টুডেন্ট)

২) একাডেমিক সেকশান থেকে মানি রিসিপ্ট

৩) ব্যাংকে গিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দেয়া

৪) ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম নিয়ে আসা

৫) প্রোভস্টের স্বাক্ষর নিয়ে আসা

৬) রেজিস্ট্রেশন ফর্মের কপি করা

৭) প্রি এঞ্জিনিয়ারিং ভবন থেকে হেডের স্বাক্ষর নিয়ে আসা

৮) একাডেমিক সেকশানে জমা দেয়া

৯) হলের মানি রিসিপ্ট হলে জমা দিয়ে আসা (আবাসিক স্টুডেন্ট)

এই **নয়** ধাপে কাজ শেষ করতে হত, সেখানে আমরা কাজটা **দুই** ধাপে শেষ করতে চেয়েছিলাম।

*) কিন্তু অলসতার কারণে ১, ৫, ৯ অনলাইন করিনি ☹

*) এবং আরো কিছু ছোটখাটো কাজ করিনি, যেমন-

*) প্রবেশপত্রে লেভেল, টার্ম, সেশান ফিলআপ করে দিয়েছি (কোন ধরণের কোডিং ছাড়াই)। মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, এডমিন আটটা কোর্স রেজিস্ট্রেশনের জন্যই ফিলআপ করে দিবে (হাস্যকর কথা)

*) প্রবেশপত্র বাংলা করতে পারিনি। হ্যাঁ করতে পারিনি, এবার কিন্তু অলসতা নয়।

*) ডাউনলোডেড কপিগুলোতে চুয়েটের লোগোও দিতে পারিনি

*) মানি রিসিপ্টে ডোনেশান পার্ট ছাড়া বাকি মোট টাকার পরিমাণ হিসাব করা ছাড়াই একটা অ্যামাউন্ট ডেটাবেইসে দিয়ে দিয়েছি।

*) যারা শর্টটার্ম দিবে তাদের কিন্তু আমাদের সিস্টেমে ম্যানুয়্যালিই কাজ করতে হবে (শর্টটার্ম দেয়ার একটা শাস্তি বলতে পারেন এটাকে, :P)

এটা বলা যায়, আমরা কাজটার ৮০% কাজ কমপ্লিট করেছি।

এবার একটু নিজেদের প্রশংসা করি, ৮০% যেহেতু করেছি, ১০০% ও করতে পাবো, আশাকরি।

আর এটাও বলা যায়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করলে এটার বাস্তবায়ন সম্ভব।